গঠনতন্ত্র
বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি

(১৮ আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত গৃহীত সংশোধনীসহ)

Constitution of the Bangladesh Psychological Association

(With amendments up to August 18, 2017)

বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি'র গঠনতন্ত্র

১. **নাম ঃ** এই সমিতি'র নাম হইবে : **বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি (বিপিএ)**

২. **উদ্দেশ্যাবলী ঃ** এই সমিতির উদ্দেশ্যাবলী হইবে ঃ

ক. জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা এবং বৃত্তি হিসাবে মনোবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনকল্পে পন্থা উদ্ভাবন করা।

খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত মনোবিজ্ঞানীদের জন্য শিক্ষার মান এবং বৃত্তিগত নীতিমালা নিরূপণ করা।

গ. **মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে** জাতীয় আদর্শ বাস্তবায়ন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে মনোবিজ্ঞানকে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করা।

ঘ. সময়ে সময়ে সম্মেলন, গবেষণামূলক আলোচনা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

ঙ. জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে অভিজ্ঞ পরামর্শদান এবং এই সব ক্ষেত্রে গবেষণাকে উৎসাহিত করা।

চ. সমিতির কার্যাবলী দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা এবং ইহার উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সরকার, জন-সংগঠন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত সাহায্য ও সমর্থন সংগ্রহ করা।

ছ. গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি প্রকাশ করা।

জ. জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরা এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানীদের কাজে লাগাইবার জন্য সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা।

ঝ. বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনকল্পে অন্যান্য দেশের মনোবিজ্ঞান সমিতিসমূহের এবং আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি-সভার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং পারস্পারিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঞ. **মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ফলিত শাখায় কর্মরত মনোবিজ্ঞানীদের (Practicing Psychologists) যোগ্যতার সনদপত্র প্রদান করা।**

৩. **সদস্যপদ ঃ**

ক. <u>সাধারণ সদস্যপদ (যোগ্যতা এবং চাঁদা) ঃ</u> কোন ব্যক্তিকে সমিতির সদস্য হইবার জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে-

১. মনোবিজ্ঞানে পিএইচডি অথবা স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক (সম্মান) অথবা সমমানের ডিগ্রী থাকিতে হইবে। [**টীকা ঃ** ডিগ্রীর সমতা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে]

২. সমিতির সাধারণ সদস্যপদ লাভের জন্য চাঁদা বাবদ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা (অন্তর্ভুক্তি ফি ২০০.০০ টাকা এবং বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা) প্রদান করিতে হইবে।

৩. প্রত্যেক সাধারণ সদস্যকে বার্ষিক চাঁদা হিসাবে **তিনশত টাকা** মাত্র প্রদান করিতে হইবে।

৪. সদস্য সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইবে।

খ. <u>আজীবন সদস্যপদ ঃ</u>

৩(ক) নম্বর ধারায় বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন যেকোন ব্যক্তি এককালীন ৫০০০.০০ **(পাঁচ হাজার)** টাকা মাত্র প্রদান করিয়া সমিতির আজীবন সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবেন।

গ. <u>আজীবন সহযোগী সদস্যপদ ঃ</u>

মনোবিজ্ঞান বিষয়সহ অথবা মনোবিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয়সহ স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত যেকোন ব্যক্তি সদস্য ফি হিসাবে এককালীন ৩০০০.০০ **(তিন হাজার)** টাকা মাত্র প্রদান করিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সমিতির আজীবন সহযোগী সদস্য হইতে পারিবেন।

ঘ. <u>সম্মানসূচক আজীবন সদস্যপদ ঃ</u>

মনোবিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সম্মানসূচক আজীবন সদস্যপদ প্রদান করিতে পারিবেন।

ঙ. <u>বিদেশী সদস্য ঃ</u>

বার্ষিক চাঁদা হিসাবে **২০ ইউ.এস. ডলার** (US$ 20) বা সমপরিমান টাকা প্রদান করিলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ মনোবিজ্ঞানে ডিগ্রীধারী কোন বিদেশী নাগরিককে সমিতির বিদেশী সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করিতে পারিবেন।

চ. পৃষ্ঠপোষক ঃ

মনোবিজ্ঞানের প্রসারে ও উন্নয়নে সাহায্যকারী কোন ব্যক্তি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমিতির পৃষ্ঠপোষক হইতে পারিবেন।

৪. সদস্যেদের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা ঃ

সাধারণ সদস্য, আজীবন সদস্য, আজীবন সহযোগী সদস্য, সম্মানসূচক আজীবন সদস্য, বিদেশী সদস্য এবং পৃষ্ঠপোষকদের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধাসমূহ ঃ

ক. গঠনতন্ত্রের ৩ (ক) এবং (খ) ধারায় বর্ণিত সদস্যগণের নিম্নে উল্লেখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে। **এছাড়া, সমিতির সভাপতি ও মহাসচিব-এর যৌথ স্বাক্ষরে সদস্য নম্বর (Code Number) পাইবার অধিকারী হইবেন।**

খ. গঠনতন্ত্রের ৩ (গ) নং হইতে ৩ (চ) নং ধারা পর্যন্ত সদস্যদের নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ থাকিবে ঃ

১. সমিতির সভায় আমন্ত্রিত হইবেন।

২. সমিতির সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩. সমিতির বার্ষিক/ত্রি-বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী পাইবেন।

৪. সমিতির প্রকাশনাসমূহ পাইবেন।

৫. সাধারণ পরিষদ

ক. গঠনতন্ত্রের ৩ (ক) এবং (খ) নং ধারায় বর্ণিত সদস্যগণকে লইয়া সমিতির সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে।

খ. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধারণ পরিষদের এখতিয়ারে থাকিবে ঃ

১. সমিতির আয়-ব্যয় এবং পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করা।

২. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা এবং নির্বাহী সদস্য নির্বাচন করা।

৩. প্রয়োজন অনুযায়ী সমিতি'র বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হইবে। বার্ষিক সাধারণ সভার অন্তত: একমাস আগে তারিখ নির্ধারণ ও সভার নোটিশ দিতে হইবে। ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতি'র নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হইবে।

৪. ইহার আওতাভুক্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে।

গ. **গণপূর্তি :** মোট সদস্য সংখ্যার **এক পঞ্চমাংশ** লইয়া সাধারণ পরিষদের গণপূর্তি হইবে।

ঘ. সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা/**তলবী** সভা : সভাপতি প্রয়োজন মনে করিলে অথবা মোট সদস্যের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশের লিখিত অনুরোধ পাইলে সভাপতি সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা/তলবী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। মোট সদস্যের এক-পঞ্চমাংশ লইয়া এই রকম সভার গণপূর্তি হইবে।

৬. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

ক. নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও সদস্যদের লইয়া গঠিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর সমিতি'র ব্যবস্থাপনা ন্যস্ত থাকিবে ঃ

১. একজন সভাপতি

২. পাঁচজন সহ-সভাপতি (ক্রমিক নং ১ থেকে ৫ দ্বারা সহ-সভপতিগণের জ্যেষ্ঠতা নির্দেশিত হইবে)।

৩. একজন মহাসচিব

৪. একজন যুগ্ম মহাসচিব

৫. একজন কোষাধ্যক্ষ

৬. একজন সাংগঠনিক সম্পাদক

৭. একজন দপ্তর সম্পাদক

৮. একজন সেমিনার/সিম্পোজিয়াম সম্পাদক

৯. একজন প্রকাশনা সম্পাদক

১০. একজন সাংস্কৃতিক সম্পাদক

১১. এগার (১১) জন নির্বাহী সদস্য

১২. বিভাগীয়/আঞ্চলিক কমিটি সমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ নির্বাহী সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

১৩. একাডেমিক শাখা ভিত্তিক সোসাইটি সমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ নির্বাহী সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

খ. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ ঃ

১. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগ/সাংগঠনিক বিভাগে একটি "আঞ্চলিক কমিটি" এবং মনোবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা ভিত্তিক একটি করে "সোসাইটি" থাকিবে। সরকারি ভাবে সৃষ্ট প্রশাসনিক বিভাগসমূহে এবং সমিতি'র বিবেচনায় সৃষ্ট সাংগঠনিক বিভাগসমূহে আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা যাইবে।

২. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ বার্ষিক সাধারণ সভা, ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা এবং মনোবিজ্ঞান সম্মেলনের তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করিবে।

৩. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ বিদেশের মনোবিজ্ঞান সমিতি সমূহের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করিবে। বিদেশ সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ের উপর কাজ করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৪. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ, আঞ্চলিক নির্বাহী পরিষদ এবং শাখা ভিত্তিক সোসাইটি সমূহের নির্বাহী পরিষদ স্ব-স্ব বাজেট প্রণয়ন করিবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা/ ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভায় উহা পেশ করিবে এবং ইহার আওতাভুক্ত বিষয়াদি সর্ম্পকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৫. বিপিএ'র ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে আঞ্চলিক নির্বাহী কমিটি'র নির্বাচন বিপিএ'র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হইবে। তবে পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক কমিটি গঠনের প্রস্তুতির সুবিধার্থে প্রথমবার ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা যাইবে। আহবায়ক কমিটিতে একজন আহবায়ক, একজন সদস্য-সচিব ও পাঁচজন সদস্য থাকিবেন।

৬. আঞ্চলিক নির্বাহী পরিষদের কাঠামো : সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সাংগঠনিক সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক এবং ৫জন অথবা ৭জন অথবা ৯জন নির্বাহী সদস্য। অর্থাৎ আঞ্চলিক নির্বাহী পরিষদের নির্বাহীদের সর্বমোট সংখ্যা ১১জন অথবা ১৩জন অথবা ১৫জন পর্যন্ত হইতে পারিবে।

৭. আঞ্চলিক/বিভাগীয় কমিটি সমূহ ঢাকা কমিটি, রাজশাহী কমিটি, চট্টগ্রাম কমিটি, খুলনা কমিটি ইত্যাদি নামে পরিচিত হইবে এবং শাখা ভিত্তিক কমিটি সমূহ "সোসাইটি" হিসাবে পরিচিত হইবে। আঞ্চলিক/বিভাগীয়/শাখা ভিত্তিক কমিটি সমূহ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবে।

৮. আঞ্চলিক/বিভাগীয়/শাখা ভিত্তিক কমিটির কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একটি ব্যাংক হিসাব থাকিতে হইবে। নির্বাহী পরিষদের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইতে হইবে। তবে আহবায়ক কমিটির ক্ষেত্রে আহবায়ক এবং সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে। বিষয়টি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ মনিটরিং এবং নিশ্চিত করিবে।

৯. আঞ্চলিক/বিভাগীয়/শাখা ভিত্তিক নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রস্তাবিত সদস্যদের সদস্যপদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে সদস্য ফি বাবদ জমাকৃত অর্থের ২০% (বিশ ভাগ) এর সমপরিমান অর্থ চেক মারফত আঞ্চলিক/বিভাগীয়/শাখা ভিত্তিক কমিটির ব্যাংক হিসাব খাতে প্রেরণ করা হইবে।

১০. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের ন্যায় আঞ্চলিক/বিভাগীয়/শাখা ভিত্তিক নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হইবে তিন বছর। এক সদস্য এক ভোট ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে; প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাইবে না।

১১. কোন সদস্য বিপিএ'র "কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ"-এ নির্বাচিত হইলে তিনি আঞ্চলিক/বিভাগীয়/শাখা ভিত্তিক নির্বাহী পরিষদ-এর নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

১২. আঞ্চলিক/বিভাগীয়/শাখা ভিত্তিক নির্বাহী পরিষদ-এর নির্বাচনের পূর্বে অঞ্চল/বিভাগ/শাখা ভিত্তিতে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে।

১৩. কর্মস্থল পরিবর্তন হইলে উপযুক্ত প্রমাণপত্র প্রদর্শনপূর্বক নতুন কর্মস্থলের বিভাগীয় কমিটির নির্বাচনে অংশ লওয়া যাইবে।

১৪. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে মনোবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার জন্য পৃথক সোসাইটি গঠন করা যাইবে।

১. প্রত্যেক শাখার সদস্যদের সমন্বয়ে শাখা ভিত্তিক সোসাইটির সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে।

২. শাখাভিত্তিক প্রতিটি সোসাইটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি'র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ-এর নির্বাহী সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত হইবেন। তবে বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি'র সাধারণ সদস্যপদ বা আজীবন সদস্যপদ না-থাকিলে কেউ শাখা ভিত্তিক সোসাইটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত/মনোনীত হইতে পারিবেন না।

৩. শাখা ভিত্তিক প্রত্যেকটি 'সোসাইটি'কে বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি'র কোন প্রফেশনাল ডিভিশনের আওতায় রেজিস্ট্রেশন লইতে হইবে।

৪. প্রত্যেকটি একাডেমিক শাখা ভিত্তিক সোসাইটি'র পৃথক গঠনতন্ত্র থাকিতে পারিবে। তবে তাহা কোন ভাবেই বিপিএ'র গঠনতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হইতে পারিবে না।

৫. বিপিএ কর্তৃক গঠিত/অনুমোদিত শাখা ভিত্তিক যথাযথ 'সার্টিফিকেশন অথরিটি' প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহণ ব্যতীত কেউ বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী হিসাবে প্রাকটিস করিতে পারিবেন না। প্রাকটিসিং সাইকোলজিস্ট হিসাবে কাজ করার জন্য যথাযথ সার্টিফিকেশন অথরিটি থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে।

গ. **গণপূর্তি :** কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের **এক চতুর্থাংশ** সদস্যকে লইয়া গণপূর্তি হইবে।

৭. কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ঃ

ক. **সভাপতি :**

১. সভাপতি সাধারণতঃ কার্যনির্বাহী পষিদের এবং সাধারণ পরিষদের যাবতীয় সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

২. **সমিতির সকল কর্মকান্ড পরিচালনায় মহাসচিবসহ সকল কর্মকর্তাকে পরামর্শ দিবেন।**

৩. কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোটাভুটির প্রয়োজন হইলে এবং উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়িলে সভাপতি নির্ধারক ভোটটি প্রদান করিতে পারিবেন।

খ. **সহ-সভাপতি ঃ**

সভাপতির অনুপস্থিতিতে **১ম সহ-সভাপতি** সভাপতির যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করিবেন। সভাপতি ও **১ম** সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে **২য় সহ-সভাপতি** সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। এরপরও সহ-সভাপতির পদ শূণ্য হইলে, সভাপতির দায়িত্ব পালনের জন্য **সহ-সভাপতিগণের ক্রম অনুযায়ী** জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

গ. **মহাসচিব ঃ**

মহাসচিব নিম্নলিখিত কর্তব্য সম্পাদন করিবেন ঃ

১. **সমিতি'র মুখপাত্র হিসাবে সভাপতির সংগে আলোচনাক্রমে সমিতি'র সকল সভা আহবান করিবেন।**

২. সমিতি'র কার্যকলাপ সম্পর্কিত যাবতীয় যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং চিঠি-পত্র আদান প্রদান করিবেন।

৩. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের এবং সমিতি'র আয়োজিত অন্যান্য সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করিবেন।

৪. সমিতি'র সদস্যদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

৫. যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে সভাপতির সহিত পরামর্শ করিবেন।

৬. তাঁহার আওতাভুক্ত যাবতীয় বিষয় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের গোচরীভূত করিবেন।

ঘ. **যুগ্ম মহাসচিব ঃ**

মহাসচিব-এর অনুপস্থিতিতে যুগ্ম মহাসচিব ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসাবে যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। **এছাড়া, সমিতি'র সকল কাজে** মহাসচিবকে সহযোগিতা করিবেন।

ঙ. **কোষাধ্যক্ষ ঃ**

১. কোষাধ্যক্ষ সমিতির তহবিলের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন এবং ব্যাংকের সহিত লেন-দেন ও সমিতির যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবেন।

২. **পাঁচ হাজার টাকার উপরে যেকোন লেনদেন ব্যাংক চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করিতে হইবে।**

৩. সভাপতির অনুমোদনক্রমে সমিতি'র যাবতীয় বিল পরিশোধ করিবেন।

৪. সমিতি'র সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রণীত নিয়ম ও বিধান অনুযায়ী সমিতির হিসাব পত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

৫. **কোষাধ্যক্ষ সাধারণ পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট খসড়া বাজেট পেশ করিবেন।**

চ. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ**

সাংগঠনিক সম্পাদক সমিতি'র সাংগঠনিক কার্যকলাপ সম্পন্ন করিবেন এবং **দেশের যেসব প্রতিষ্ঠানে সমিতি'র সদস্যরা মনোবিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত আছেন তাদের সংগে সকল ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।**

ছ. **দপ্তর সম্পাদক ঃ**

দপ্তর সম্পাদক সমিতি'র যাবতীয় নথিপত্র সংরক্ষণ করিবেন এবং চিঠি-পত্র আদান প্রদানে **সভাপতি** ও মহাসচিবকে সহায়তা করিবেন। **এছাড়া, সমিতি'র সকল সাধারণ সদস্য এবং আজীবন সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ করিবেন।**

জ. **সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ**

সাংস্কৃতিক সম্পাদক সমিতি'র যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করিবেন।

ঝ. <u>প্রকাশনা সম্পাদক ঃ</u>

প্রকাশনা সম্পাদক সমিতি'র প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পাদনে সহায়তা করিবেন।

ঠ. <u>সেমিনার / সিম্পোজিয়াম সম্পাদক ঃ</u>

সমিতি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য যেকোন সেমিনার / সিম্পোজিয়ামের যাবতীয় আয়োজন সম্পাদন করিবেন এবং অনুরূপ সেমিনার / সিম্পোজিয়ামের সার্বিক তত্ত্বাবধান করিবেন।

৮. নির্বাচন ঃ

ক. প্রতিবছর সুবিধাজনক সময়ে সমিতি'র আয়োজনে একাডেমিক কনফারেন্স/সম্মেলন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতি'র ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন/তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার সময়ই বিধি মোতাবেক নতুন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ।

খ. **নির্বাচন পদ্ধতি ঃ**

১. সাধারণ পরিষদের কর্মধারা সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠানের শেষে পদপ্রার্থী নহেন এমন **তিনজন সদস্যকে** লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে; তন্মধ্যে একজন **প্রধান নির্বাচন কমিশনার** হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

২. সাধারণ পরিষদের যেকোন সদস্য নির্বাচনের জন্য যতগুলি পদ রহিয়াছে, ততগুলি নাম একত্রে বা ভিন্নভাবে প্রস্তাব করিতে পারিবেন; তবে পরিষদের অন্য একজন সদস্য দ্বারা উক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হইতে হইবে।

৩. যাঁহাদের নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৪. যেকোন পদের জন্য প্রস্তাবিত সদস্য ইচ্ছা করিলে তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৫. একাধিক পদের জন্য কোন সদস্য প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারিবেন না।

৬. **সাধারণ পরিষদের ঐক্যমতের** ভিত্তিতে সমিতি'র কর্মকর্তা নির্বাচন করা যাইতে পারে। তবে, **ঐক্যমতে পৌঁছাইতে না পারিলে** গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৯. কার্যকাল ঃ

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যকাল দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে তিন বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে।

১০. প্রধান কার্যালয় :

বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলানের মাধ্যমে ঢাকায় সুবিধাজনক স্থানে বিপিএ'র স্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করিবেন। স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ইহার প্রথম সভায় পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য প্রধান কার্যালয় কোথায় হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে।

১১. হিসাব পত্র ঃ

ক. প্রধান কার্যালয়ের নিকটে অবস্থিত কোন খ্যাতি সম্পন্ন ব্যাংকে সমিতি'র নামে একটি একাউন্ট খোলা হইবে এবং সমিতি কর্তৃক অর্জিত টাকা পয়সা উক্ত একাউন্টে জমা দেওয়া হইবে।

খ. **কোষাধ্যক্ষ এবং সভাপতি/মহাসচিব-এর যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে। অর্থাৎ ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় সভাপতি অথবা মহাসচিব-এর মধ্যে যেকোন একজনের এবং কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকিতে হইবে।**

গ. কোষাধ্যক্ষ যাবতীয় খাতে আয় ও ব্যয়ের হিসাবপত্র সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত হিসাবপত্র প্রতি বৎসর অন্তর **হিসাব নিরীক্ষক ফার্ম নিয়োগপূর্বক** আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করার ব্যবস্থা লইবেন।

ঘ. কোন নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত অর্থ বা অনুদানের সম্পূর্ণটাই উক্ত প্রকল্পের শর্তানুযায়ী খরচ করিতে হইবে।

১২. গঠনতন্ত্রের সংশোধনী ঃ

গঠনতন্ত্র সংশোধনের সকল প্রস্তাব সমিতি'র সদস্যদের দ্বারা যথাযথভাবে প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হইতে হইবে। এই জাতীয় প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার পূর্বে **অনুষ্ঠিতব্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সর্বশেষ সভার আগে কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে পৌঁছাইতে হইবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ** উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব সমিতির সকল সদস্যের গোচরীভূত করিবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিবেন। সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হইতে হইলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।